তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ

বিষয়বস্তু

ভূমিকা

১. পটভূমি ও নীতিমালার উদ্দেশ্য

১.১ এমআরডিআই-এর পটভূমি

১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য

১.৩ নীতিমালা পুনঃপ্রণয়ন

১.৪ নীতিমালার শিরোনাম

২. নীতিমালার ভিত্তি

২.১. প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ

২.২. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

২.৩. অনুমোদনের তারিখ

২.৪. বাস্তবায়নের তারিখ

২.৫. নীতিমালার প্রযোজ্যতা

২.৬. রহিতকরণ ও হেফাজত

৩. সংজ্ঞা

৪. তথ্যের ধরন এবং ধরন অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি

ক. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য

খ. চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য

গ. আংশিক প্রকাশযোগ্য তথ্য

ঘ. প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য

৫. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও যোগ্যতা

৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

৮. বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

৯. বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

১০. তথ্যের জন্য আবেদন, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও সময়সীমা

১১. তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধ

১২. আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি

১৩. তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান

১৪. তথ্যাদি পরিদর্শন এবং প্রকাশিত প্রতিবেদন বিক্রয়ের সুযোগ

১৫. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৬. নীতিমালার সংশোধন

১৭. নীতিমালার ব্যাখ্যা

পরিশিষ্ট :

পরিশিষ্ট-১ : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের তালিকা

পরিশিষ্ট-২ : স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম

পরিশিষ্ট-৩ : চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা

পরিশিষ্ট-৪ : প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা

পরিশিষ্ট-৫ : তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম (ফরম 'ক')

পরিশিষ্ট-৬ : তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ (ফরম 'খ')

পরিশিষ্ট-৭ : আপিল আবেদন ফরম (ফরম 'গ')

পরিশিষ্ট-৮ : তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি (ফরম 'ঘ')

পরিশিষ্ট-৯ : তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের নির্ধারণ ফরম (ফরম 'ক')

ভূমিকা

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার ফলে দেশের জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে একটি নবযুগের শুভ সূচনা হয়েছে। আইনটি জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে। এই আইনে নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকের অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানে সকল কর্তৃপক্ষের ওপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা; জনগণের ক্ষমতায়ন; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা; দুর্নীতি হ্রাস সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ ও সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সংস্থাসহ বিদেশি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহের ওপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ রীতিতে কাজ করা ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)-এর মৌলিক সাংগঠনিক নীতি। কর্তৃপক্ষ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এমআরডিআই-এর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এমআরডিআই বিশ্বাস করে যে, জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের উপকারভোগী হিসেবে তাদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তথ্যে অভিগম্যতা হলো পূর্বশর্ত। এমআরডিআই মনে করে, তথ্যপ্রবাহের প্রতিবন্ধকতা মানেই উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা। জনগণ তথ্যবঞ্চিত হলে উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা এমআরডিআই-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ছাড়া তথ্য অধিকার অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের পক্ষ হিসেবে এবং আইন অনুসারে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে এমআরডিআই তঅআ, ২০০৯ বাস্তবায়নে সঠিকভাবে দায়িত্বপালনে আগ্রহী। তাই এমআরডিআই-এর তথ্যে দেশের যে-কোনো নাগরিকের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে এই নীতিমালা প্রণয়ন করছে।

এমআরডিআই ২০১০ সালে প্রথম তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করে, যা ডিসেম্বর ২০১০ এ এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই সময়ের মধ্যে এমআরডিআই-এর কাজের অভিজ্ঞতা, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে দক্ষতার উন্নয়নসহ নানাবিধ বিষয়ে এটি পুনঃপ্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই এমআরডিআই প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনসহ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা পুনরায় প্রণয়ন করছে। নীতিমালাটি গত ১১ জুলাই ২০১৫ এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

এমআরডিআই-এর এই তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালায় তথ্য প্রদান স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়েও দিকনির্দেশনা রয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকলের করণীয় নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

আমরা আশা করি, এই নীতিমালা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীনে এমআরডিআই-এর তথ্য সংরক্ষণ ও এমআরডিআই-এর তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

১. পটভূমি ও নীতিমালার উদ্দেশ্য

১.১ এমআরডিআই-এর পটভূমি

বাংলাদেশে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার দক্ষতা ও মান উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০০১ সালের মে মাসে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) প্রতিষ্ঠিত হয়। এমআরডিআই বাংলাদেশের একটি মিডিয়া প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং দক্ষিণ এশিয়ার একটি গতিশীল মিডিয়া মার্কেট। মিডিয়া প্রশিক্ষণ ছাড়াও এমআরডিআই তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার

নিশ্চিতকরণ এবং করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে অ্যাডভোকেসিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এ ছাড়াও এমআরডিআই সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনায় গণমাধ্যম ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন, বাণিজ্য আলোচনা, পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা, সাংবাদিকতায় নীতি নৈতিকতার চর্চা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে সামাজিক নিরীক্ষা প্রদ্ধতির প্রচলন ইত্যাদি বিষয়েও কাজ করে থাকে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের একাডেমিক পাঠ্যক্রম সময়োপযোগীকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এমআরডিআই-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

এমআরডিআই-এর কর্মকৌশল হলো উন্নয়ন এবং অধিকার ইস্যুকে একত্রিত করে একটি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং টেকসই পদ্ধতি অনুসরণ করে সমন্বিত লক্ষ্য অর্জন করা। প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সকল ক্ষেত্রে এমআরডিআই-এর অবস্থান সকল প্রকার বৈষম্য বিশেষত জেন্ডার পরিচয় এবং আর্থসামাজিক অবস্থানজনিত বৈষম্যের বিপক্ষে।

১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করতে গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করেছে। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তিসংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯' এবং তথ্য অধিকারসংক্রান্ত তিনটি প্রবিধানমালাও প্রণীত হয়েছে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের আন্দোলন এবং প্রণয়ন-পরবর্তী সময়ে আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছে এমআরডিআই। তথ্য অধিকারবিষয়ক কার্যক্রম এমআরডিআই-এর অন্যতম অগ্রাধিকার বিবেচনা। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এমআরডিআই তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি গণমাধ্যমের দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে জনগণের অধিকার সুরক্ষায় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ ও আর্থিক লেনদেনসহ সকল ক্ষেত্রে সব সময় এমআরডিআই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি রক্ষা করেছে।

এমআরডিআই সুশীল সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে গঠিত প্ল্যাটফর্ম "তথ্য অধিকার ফোরাম"-এর সদস্য। তথ্য অধিকার ফোরাম, নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টিতে অ্যাডভোকেসি করেছে। যার ফলস্বরূপ ২০০৮ সালে তথ্য অধিকার অর্ডিন্যান্স জারি হয় এবং ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদ তথ্য অধিকার আইন পাস করে।

তথ্য অধিকার আইনে বলা হয়েছে, সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বা সাহায্যপুষ্ট সংগঠনসমূহও কর্তৃপক্ষ। সুতরাং বেসরকারি সংগঠন হিসেবে এমআরডিআই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত। তাই আইন অনুসারে তথ্য প্রদান ও প্রকাশের বাধ্যবাধকতা এমআরডিআই-এর জন্যও প্রযোজ্য। অধিকন্তু এমআরডিআই তথ্য অধিকারবিষয়ক অ্যাডভোকেসি প্রক্রিয়ার অংশী, তাই এমআরডিআই-এর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা থাকা আবশ্যক। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংগঠন হিসেবে জনগণের কাছে তথ্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ নিশ্চিত করা এমআরডিআই-এর জন্য নৈতিক দায়ও বটে।

এমআরডিআই-এর তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হলে এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ জানতে পারবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে এমআরডিআই অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এই ভাবনা থেকেই এমআরডিআই তার তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

এই নীতিমালায় তথ্য প্রদান ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়েও দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের আলোকে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য এই নীতিমালা পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

১.৩ নীতিমালা পুনঃপ্রণয়ন

ডিসেম্বর ২০১০-এ অনুমোদিত এমআরডিআই-এর "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১০"কে আরো সুসংহত করার লক্ষ্যে এই নীতিমালা পুনরায় প্রণয়ন করা হলো।

১.৪ নীতিমালার শিরোনাম

এই নীতিমালা এমআরডিআই-এর "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫" নামে অভিহিত হবে।

২. নীতিমালার ভিত্তি

২.১. প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ : ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

২.২. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ : পরিচালনা পর্ষদ, এমআরডিআই।

২.৩. অনুমোদনের তারিখ :

প্রথম অনুমোদন : ডিসেম্বর ২০১০
পুনঃ অনুমোদন : জুলাই ২০১৫

২.৪. বাস্তবায়নের তারিখ : অনুমোদনের তারিখ হতে এই নীতিমালা কার্যকর হবে।

২.৫. নীতিমালার প্রযোজ্যতা : এই নীতিমালা "এমআরডিআই" ও এমআরডিআই-এর সকল ইউনিট কার্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২.৬. রহিতকরণ ও হেফাজত : এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১০" রহিত হবে এবং এর অধীনকৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই নীতিমালার অধীনকৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৩. সংজ্ঞা

৩.১ তথ্য; "তথ্য" অর্থে "এমআরডিআই"-এর গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে-কোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে-কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য-নির্বিশেষে অন্য যে-কোনো তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে :

৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১০-এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা;

৩.৩ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা;

৩.৪ "তথ্য প্রদান ইউনিট" অর্থ এমআরডিআই-এর প্রধান কার্যালয় এবং এমআরডিআই কোনো ইউনিট কার্যালয় স্থাপন করলে সেই সকল ইউনিটসমূহ।

৩.৫ "আপীল কর্তৃপক্ষ" অর্থ– "এমআরডিআই" নির্বাহী পরিচালককে বোঝাবে।

৩.৬ "তৃতীয় পক্ষ" অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো পক্ষ।

৩.৭ "তথ্য কমিশন" অর্থ তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।